কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৩০ জুলাই, ২০২২ ০১:৪৯

অরক্ষিত ক্যাম্পাস, শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায়

শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও নাটক মঞ্চায়ন করে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক মঞ্চ। ছবি : কালের কণ্ঠ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানাপ্রাচীরের কোথাও কাঁটাতার ভাঙা, কোথাও নিচে সুড়ঙ্গের মতো ফাঁকা, আবার কোথাও আদৌ প্রাচীরই নেই। এ কারণে ভেঙে পড়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা। আর তাই শিক্ষার্থীদের জন্য অরক্ষিত ক্যাম্পাস।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী বুলবুল আহমেদ ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার পর অনিরাপত্তায় ভুগছেন অন্য শিক্ষার্থীরাও। কেননা ক্যাম্পাসে ঢুকে অপরাধ করে পালিয়ে যেতে পারছে দুর্বৃত্তরা।

গত দুই বছরে ক্যাম্পাসে ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে নেই।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির চারদিকে ছয় কিলোমিটার সীমানাপ্রাচীর রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরো ক্যাম্পাস সীমানাপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা সম্ভব

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

- সীমানাপ্রাচীরের ফাঁক গলে অবাধে যাতায়াত
- বাইরে থেকে এসে অপরাধ করে যে কেউ চলে যেতে পারে

হয়নি। নানা জটিলতায় অনেক জায়গায় কাজ বাকি রয়েছে। আবার ভেতরে কয়েকজন কর্মচারীর বাসা থাকায় সেসব এলাকায় সীমানাপ্রাচীরে ছোট ছোট গেট দেওয়া হয়েছে। এসব জায়গায় কোনো নিরাপত্তাকর্মীও নেই। ফলে বহিরাগতরা অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিরাপত্তাকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এলাকাবাসী অনেকেই সুড়ঙ্গ করে কিংবা ছোট গেট দিয়ে গবাদি পশু এনে ক্যাম্পাসে চড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে সৈয়দ মুজতবা আলী হলের সামনে দিয়ে দুটি পাবলিক রোড থাকায় তা দিয়ে বহিরাগতসহ এলাকাবাসী চলাফেরা করে। এসব রাস্তা দিয়ে ছিনতাইকারীরা ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার রাস্তাগুলো বন্ধের উদ্যোগ নিলেও এলাকাবাসীর বাধায় তা সম্ভব হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখা সূত্রে জানা গেছে, নিজস্ব ও বেসরকারি কম্পানি থেকে সব মিলিয়ে ১৬০ জনের বেশি নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছে। তাঁরা নিয়মিত ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য কাজ করেন। তবে প্রক্টরিয়াল বডির টহলের জন্য গাড়ি থাকলেও নিরাপত্তাকর্মীদের টহল দেওয়ার জন্য কোনো গাড়ি নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আবেদীন বলেন, শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের যেকোনো জায়গায় ২৪ ঘণ্টাই চলাফেরা করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের এ চলাফেরায় সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের এ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সমন্বয়ক ইফরাতুল হাসান রাহিম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য সীমানাপ্রাচীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রাচীরটির উচ্চতা খুব বেশি না হওয়ায় বহিরাগতরা সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে। এ ছাড়া পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভির আওতায় না থাকার ফলে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবে।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ইসরাত ইবনে ইসমাঈল বলেন, আগে থেকে গাজীকালু টিলাসহ যেসব জায়গায় সন্ধ্যার পরপরই অন্ধকার হয়ে যায় সেসব জায়গায় সন্ধ্যার পর থাকার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে।

অরক্ষিত সীমানাপ্রাচীরের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কেউ নিচ দিয়ে মাটি কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করলে কিংবা তার কেটে দিলে আমরা পুনরায় তা ঠিক করার চেষ্টা করি। এর পরও কিছু বহিরাগত আবার সুড়ঙ্গ তৈরি করে।’

নিচু প্রাচীরের বিষয়ে প্রক্টর বলেন, ‘আপাতত প্রচীর উঁচু করার বিষয়ে আলাপ হয়নি। তবে প্রাচীরের ওপর আরো একটা কাঁটাতার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে আরো ৩০০ সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। এ ছাড়া নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যাও পর্যাপ্ত না, এ ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হবে।’

সিলেট মহানগর পুলিশের উপকমিশনার আজবাহার আলী শেখ জানান, ‘বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আমরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সেখানে যেতে পারি না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে নিরাপত্তা চাইলে আমরা সেখানে পুলিশি টহল বৃদ্ধি করব।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের টিলা কিংবা নির্জন এলাকাগুলোতে নিরাপত্তাকর্মী এবং সিসিটিভি লাগানো হবে। এরই মধ্যে ক্যাম্পাসে লাইটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা সচল ও নিরাপত্তা প্রহরী বাড়ানোর বিষয়ে একটা বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের শতভাগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।’

Print

সম্পাদক : শাহেদ মুহাম্মদ আলী,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্রধান কার্যালয় : প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ ও সুপ্রভাত মিডিয়া লিমিটেড ৪ সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ ও কালিবালা দ্বিতীয় বাইপাস রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯।
পিএবিএক্স : ০৯৬১২১২০০০০, ৮৪৩২৩৭২-৭৫, বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৮৪৩২৩৬৮-৬৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮৪৩২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮৪৩২০৪৭, সার্কুলেশন : ৮৪৩২৩৭৬। E-mail : info@kalerkantho.com